অন্নপূর্ণার কথা

১৯১৪-১৯২২ সাল পর্যন্ত সব্বাই জানে। তারপর ১৯৩৫ সালে আমার মনে হয় মায়ের সাথে দেখা হঠাৎ পথে। একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমি ওর মায়ের কাছে ওর জীবনের ইতিহাস শুনি। তখন অন্নপূর্ণা ৮ বছর মারা গিয়েচে। এর আগে আমি ওকে চরিত্রহীন মেয়ে বলে জানতুম। ঘৃণাও করতুম।

অন্নপূর্ণার বিবাহ হয়েছিল বর্ধমান জেলার এক পাড়াগাঁয়ে। স্ত্রী তখন ৮ বছরের। ওর স্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেছিল বলে ওকে খুব মারধর করেছিল। তাতে গ্রামের লোকে স্বামীকে জেলে দিতে যায়। স্বামী নিতান্ত চাষা ও গোঁয়ার। ফলে অন্নপূর্ণার মা দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করে মেয়ের হাত ধরে কলকাতায় আসে এবং গঙ্গায় ডুবে মরতে যায়। সন্ধ্যা। বাগবাজারের ঘাটে মা বলচে—আস্তে আস্তে পারবি তো? পারবি তো?...মেয়ে দশ বছরের—বলচে তুমি সঙ্গে থাকলে মা পারবো। এই অবস্থায় যামিনী ঘোষ বলে একজন ওকে উদ্ধার করে ও একটা বাসায় নিয়ে এসে রেখে দেয়। সেই বাসায় এক বড়লোকের ছেলে অন্নপূর্ণাকে...করার চেষ্টা করে। তার মাথার চুল পেছনদিকে ঘোরানো থাকতো বলে ওর নাম হল কাকাতুয়া। একদিন ছাদ থেকে ইঙ্গিত করেছিল আর একদিন গহনার বাক্স নিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। পাড়ার লোকে টের পেয়ে তাকে মারধর করে। পাশেই ছিল শচীনদের বাড়ি। তারা সেই গোলমালের সময় টের পায়। আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু স্বার্থে। ওরা ওকে স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। ১৪ বছর বয়স মেয়ের। স্বামীর ঘরে পুরে দিয়ে বাইরে আড়ি পাতলে সবাই। শুনলে স্বামী বলচে—সেই তো পায়ে ধরে আসতে হল? যা এক্ষুনি ঘরের বাইরে যা। বলে বড় মেরেছিল। তারপর আবার কলকাতায় নিয়ে এল শচীনের বাসায়। শচীনের মা বিয়ে দিতে চাইলে ছেলের সঙ্গে। অন্নপূর্ণা রাজী হল না। শচীনকে বল্লে—মামা। শচীনের বন্ধু সুশীল—স্বদেশী। সে ওকে খদ্দরের কাপড় দিত। শচীন দিত দামি বেনারসী শাড়ি। মেয়ে মোটা কাপড়ই পরতো। তারপর ওর বড় ভগ্নীপতিকে দিয়ে বাসা করলে অন্নপূর্ণা। যেখানে সে সুশীলের দেওয়া মোটা কাপড় পরেই এল। বেনারসী শাড়ি রেখে এল ওর বাসাতেই। শচীনেরা বালিগঞ্জে বাড়ি করলে।

অন্নপূর্ণা ও মা সেখানে গেল। সুশীলও সেখানে যেতো। শচীন এত করতো ওর জন্যে কিন্তু ও সুশীলদাকেই শ্রদ্ধা করতো। শচীনকে বলতো—মামা তুই বড় স্বার্থপর। স্বার্থের জন্যে সব করিস। একদিন শচীন বল্লে—অন্নপূর্ণা, কি করলে তুই সন্তুষ্ট হোস! ও বল্লে—মামা তুই বিয়ে কর। ইতিমধ্যে মাকে বল্লে—মা মামার টাকা আর নিয়ো না। ওর টাকা কুকুরের মতো আমরা খাচ্চি কেন? চল এখান থেকে বার হয়ে যাই।

একদিন সুশীল এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে এসে বল্লে—মা, এই শেষ। আমি স্বদেশীয় আসামী। পুলিশ পেছনে ঘুরচে। অন্ন, তুই ঘৃণা করবিনে? ও বল্লে—তোমাকে অনেক ভালোবাসি, যদি স্বামী না থাকতো, তবে তোমার আরো নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলচি। বলে কেঁদে ফেল্লে। সুশীল disappeared, never to be seen again. অন্নপূর্ণা রোজকাঁদে। জানালা খুলে চেয়ে থাকে। ...-এ পড়ে। শচীনকে ঘৃণা করে। বলে—মামা কেন এত করচিস আমার জন্যে? মাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে ঘরভাড়া করালে কালীঘাটে। খরচার বাজার ম্যানেজার দশ হাজার টাকার প্রলোভন দেখালে। তখন শচীনের শরণাপন্ন। তালতলায় বাসা করে দিলে। গুণ্ডার আক্রমণ। দুপুর বেলা। ও মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলে তৈরি। পুলিশ এসে পড়ল। ওর মাথায় চুল কেটে দিতে গেল এত দুর্গন্ধ। তারপর ও গেল বোর্ডিং-এ। তারপর ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে নার্সের কাজ শিখলে। শচীনের চিঠি বন্ধ করে দিলে। বল্লে—না মা। নইলে মামা সর্বস্বান্ত হবে আমার জন্যে। বিয়ে-থাওয়া করবে না। তারপর পাশ করে প্রথমে এক ডাক্তারের বাড়িতে কাজ করে ক্যাম্বেলে। বরাবরই বলতো, মা, সুশীলদা ফিরে এসে দেখে যাতে খুশি হয় এমন করতে হবে। একটা স্টুডেন্ট বল্লে, এসো মিস চ্যাটার্জি, একসঙ্গে খাবার খাই। ও বল্লে—না। কাঁদছিল।

ডাক্তার বারণ করে দিলে স্টুডেন্টকে। তারপর ও পটলডাঙার বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রাত ১১টার সময় নিয়ে এলে। একদিন গুণ্ডার হাতে পড়ল। ডাক্তার শুনে মেয়ে বলে বাড়িতে আশ্রয় দিলে। তারপর ও বল্লে—না মা, সুশীলদা এসে দেখে এতে খুশি হবে না। অন্য জায়গায় বাসা কর ও রইল ক্যাম্বেল নার্সদের বোর্ডিং। দুজনের নাম লেখালে—যারা দেখা করতে পারবে। সুশীলের নাম আর স্বামীর নাম। সুশীল তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েচে। তারপর pox ward-এ ওর শ্বশুরবাড়ির একজন চিকিৎসিত হতে এসেছিল—ফিরে ওর স্বামীকে খবর দিলে। ওর মা তখন দমদমাতে অতিথিশালা খুলেচে। স্বামী এল—পায়ে ধরে মাপ চাইলে। অন্নপূর্ণা দেখলে এর ভিন্ন বাইরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে বিপদ। ওকে স্থান দিলে। অন্য জায়গায় বাসা করলে। দুই ছেলে হল। নার্সের কাজ ছেড়ে দিয়ে practice করতে লাগল। সেই সময় একদিন একজন ওকে বল্লে—সুশীল মরে গিয়েচে। ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সেই থেকে হল বুকের রোগ। তাতেই মরে গেল।

যাবার সময় বলে গিয়েছিল—মা বাল্যবিবাহে আমি বড় কষ্ট পেয়ে গেলুম—বাল্যবিবাহ যেন উঠে যায় দেশ থেকে।

মা বল্লে—সন্নিসি হব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে মেয়ের বিয়ে দিইছিলুম ৮ বছর বয়েসে। সে কোথায় চলে গেল, আমি ৭৮ বছর বয়সে তার ছেলে নিয়ে এখনো ভুগচি বন্ধনে। যেমন বন্ধনমুক্ত হতে চেয়েছিলুম। যে-ই স্বামীকে ভালো করলে, মদ ছাড়ালে, চরিত্রবান করলে করে নিজে মরে গেল। জামাইও মরে গিয়েচে। এখন আমি যদি মরে যাই—ছেলেদুটোর নিরুপায়।

আমি বল্লুম—ওরা কোথায় যাবে?

—রাস্তা। গবর্নমেন্টের রাস্তা।

ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখোনি। খাট, পিকচার, বাসন—অন্নপূর্ণা practice-এ টাকার রোজগার করে সব করেছিল। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে তিন হাজার টাকা কাকে ধার দিলে। তারপর ওরা সব মরে গেল। হ্যান্ডনোট দাগ আছে। হ্যারে—তাতে কিছু হয়?

অন্নপূর্ণার ফটোখানা পর্যন্ত শচীনকে দিলে না। বল্লে—না মামা। ও ফটো আমি তোকে দেবো না।

কার্জন পার্কের সেই চোখে-চশমা তিন বৎসরের শিশু যে ভালো করে দেখতে পায় না—আহা! চোখ পিটপিট করে চায়।

একজন যেন তাকে কুড়িয়ে পেয়েচে। মায়ের মতো যত্নে বুকে তুলে নিয়ে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বলবে তার নিজের স্ত্রী-পুত্র নেই।

—আহা, ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি। এমন হতভাগা, জন্মে আপন মা-বাবা জানলে না। রাস্তা থেকেই আমার কোলে এল। ভাবলুম, আচ্ছা থাক, আমার কোলে। পুরনো মানিক যেন এসেছিস। আবার ওর চোখটায় কি হল ওই দুমাস—আগে মায়ের দুধ না খেয়ে চোখের কি ব্যারাম...চশমা নিয়ে দিইচি। মোটে চোখে দেখতে পায় না।

এইসব শুনে আগে ওর সঙ্গে যে মেয়েটির ভাব ছিল— ১৪ বছরের সেই ছোট মেয়েটি এখন তোর বড়ো হয়েচে—সে এসে ওই ছেলেটাকে কোলে নেয়। আদর করে—মায়ের মতো লালনপালন করে।

ঘোষপাড়ায় দোলের মেলা। মামার বাড়ি গেলুম বহুকাল পরে। সব বাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েছে। বড়মামার বাড়ি ঢুকতে পারিনে। ৫ হাজার টাকা খরচ করে বড়মামা বাড়ি করেছিলেন। ৭৬ বছরের বুড়ো তাঁর জ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন যখন তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর শরিকি পৈতৃক পুরনো বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল বলে (describe in detail)। দাদ্‌জীর মৃত্যু আমি বাল্যকালে দেখেচি। তার lonely life... তার একটি দোতলা কোঠা বাড়ি সেখানে খাবরাটে ইটের তৈরি—তার মাথায় কুচকাটার বন হয়ে পড়ে আছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা

দেওয়া আছে দরজাতে। কিন্তু তালা ঠিক আছে। কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে। দোতলার খোলা ও ভাঙা জানালা দিয়ে ঠাকুর দিদিমার (কর্তামায়ের) হাতের সাজানো হাঁড়িকলসি তাকের ওপর সাজানো দেখলুম। ওরা ৪০ বছর ঐ রকমই আছে। কারণ কর্তামা ৪০ বছর মরেচেন। দাদ্‌জীর একমাত্র পুত্রের নাম পাঁচা মামা। তাঁকে আবছায়া মনে হয়। খুব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে দাদ্‌জীর মৃত্যুর পরে ৭ বৎসর পরে। তখন আমি ১০/১১ বছরের। সেদিন দিদিমা ভালো রান্না করছিলেন। সবাই ছুটতে ছুটতে গেল। দার্জিলিং থেকে খবর এসেচে পাঁচামামা মরে গিয়েচেন। গিয়ে দেখি পাঁচামামার তরুণী সুন্দরী বধূ উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। উঠানে এক উঠান লোক। তিনি কাঁদচেন না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কে তাঁকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে আসবে শাঁখা ভেঙে ও সিঁদুর মুছে। কেউ মেয়ে রাজী হচ্চে না। সবাই কাঁদচে। এইমাত্র ছবি মনে আছে।

পাঁচামামার এক শিশুপুত্র তখন ছিল। এখন সে বড় হয়েচে। তার মা তাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। আর কোনোদিন স্বামীর ভিটেতে পা দেয়নি। ছেলেটি শুনেচি—বড় হয়ে পশ্চিমে কোথায় চাকুরি করে। সে-ও আর কোনোদিন আসেনি।

তারপর আমি বড়মামার বাড়ি দেখতে গেলুম। ঢুকতে পারিনি। ঘন কুঁচকাটার বন। ৫ হাজার টাকা নষ্ট করে বড়মামা সাধের বাড়ি করেছিলেন। একটি গাঁয়ের ছেলেকে চোর বলে জেল খাঁটিয়ে। তার শাপেই তার—সে নাকি ছিল নিরপরাধ—আর বড়মামাকে বাড়ি আসতে হয়নি। দাদ্‌জীদের বাড়ির পূজার দালানে বৃহৎ বটগাছ। রাখাল বালকগণ তার তলায় বিশ্রাম করতে পারে ও বাঁশী বাজাতে পারে। বাড়ি সব ধ্বংস পেয়েচে!

পরেশনাথ এক ছেলে আমার সাথী ছিল। সে দেখি আসচে—বুড়ো, হাঁপানীর অসুখ। আমাকে সে চিনতে পারলে না। বল্লুম—পরেশনাথ কেমন আছ? চিনতে পারো? সে বল্লে—কোথায় দেখেচি, চেনা মুখ। কোনো আগ্রহ নেই। Lack lustre eyes। বল্লুম—আমি অমুক। ও বল্লে—ও! উদাসীন ভাবে। এমন কেন হয়েচ পরেশনাথ?

—আর মলেই বাঁচি। বলে সে চলে গেল।

পটলমামার স্ত্রী। বুড়ি হয়ে গিয়েচে।...বিবাহ করে আমি আর সে ঐ স্থানটিতে একদিন গান নিয়ে কত হাসাহাসি করেছিলুম—সে মানে আমার স্ত্রী। জানলার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলুম। চাবি দেওয়া মামার বাড়ি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় আজ সে? ২০ বছর আগের কথা। ১৫ বছর মারা গিয়েচে।

জ্যোৎস্না উঠেচে। নব ময়রার বাড়ির স্কুল দেখে এলুম। মাদুর পেতে বসেচি। এত ভদ্রলোক পৈতৃক ভিটে দেখতে এল। বঙ্কুমামার ছেলে বল্লেন—রাত্রে কেন? পশ্চিমে কাটিহারে রেলে কাজ করে। একটু থেকে চলে গেল। বল্লে—শুনেচি মার মুখে বড় কাঁঠালবাগান কলমের বাগান আছে, কোথায় আছে, জানেন? আমরা জানিনে—রাত্রে চলে এলুম।

ফুলি, বিনি, অনিলা মামীমার কথা লেখো। ছোট মশায়ের মৃত্যু। কিরণ মাসিমার কথা বসাও। Draw a picture.

একদিন এসে গল্প করে। অঙ্ক কষতে কষতে—অঙ্ক কষা হয় না। হাসে আর বলে, "এই শুনুন আমাদের ওখানে ইন্দুবাবু আর...বাবু তারা গান বেঁধেছিল।

একদিন ঝরের রাতে (বাঙাল কিনা?)

টকা দিয়ে হাতে

সোজা পা দেখিয়ে দিলেন

আবার কপোত কপোতী-ধান খাবি আয়—হেঁ, হেঁসেকি প্রসন্ন হাসি!

God, have you created a better world, where love goes untrammelled & unbound ? That is heaven fortune.

আবার ওরা সব যদি আসে—তবেই স্বর্গ। নইলে কিসের স্বর্গ?

1945 change of views. ভগবান যেখানে আছেন, সেখানেই স্বর্গ। এই বারাকপুরেই।

সেই অন্ধ ভিক্ষুকটি গান গায় আর বলে—আবার সেদিন আসবে আমার, রূপের আগুন, ফাগুন দিনের কাল—দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল—

এমন সময়ে ১৪/১৫ বছরের একটি মেয়ে সেখান দিয়ে যায়। লোকটি সব ছেড়েছে; তার ঐশ্বর্য, মান, খ্যাতি—সব। আশয়-বিষয়ের আনন্দে, ঐশ্বর্যের আনন্দে, উন্নতির আনন্দে মত্ত থাকে। ও তা পারে না। তাই যত কষ্ট। নদীর ঘাটে নাইতে গিয়ে বলে—আর একটু সাঁতার দেবো। মাটি নিয়ে আসি। উঠেই দৌড়ে পালায়। হি হি করে হেসে। খামখেয়ালি ও দিক্‌ভ্রষ্ট। মেয়েটির দিকে চেয়ে 'ও অপর্ণা, যদি—যদি'বলে ছুটে যায়—

সবাই ভয়ে পালায়—

মেয়েটি বলে—কে অপর্ণা জানিনে তো? আমার মায়ের ছেলেবেলাকার নাম ছিল অপর্ণা।

মৃত্যুর সময়ে মেয়েটি ওর মাথাটা কোলে নিয়ে রাখে। ও মৃত্যুটা খানিকটা আগে থেকে দেখে বলে—হেসে—যাচ্ছি? যদি? এসেচ—বিস্ময় ও খুশিতে শীর্ণ কোটরগত চক্ষুতে আবার আগুন দেখা দেয়। ২০ বছর পরে আসে..।

প্রেমের দেবতা থাকেন হিমালয়ের কোন্ গহন গুহায়। মাঝে মাঝে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তখন সব ভালো হয়।

ঘরের বেড়াতে কত রাত্রে ঢিল ছোঁড়ে। ভয় পেয়ে ও লণ্ঠন নিয়ে বাইরে যায়। দেখে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসচে। বকুলমালা গলায় ও খোঁপায় জড়িয়ে একদিন এল। অন্য লোকেদের পাঠিয়ে দিলে। খুড়ো-খুড়িমা ডাকচে। মা, তোমায় ডাকচে। ও এল বকুলমালা পরে। কত গল্প করে— You are a bad man. আপনি সপ্তম স্তরে যাবেন। আমি যাবো তৃতীয় স্তরে। কিন্তু থাকতে পারবেন না, আসবেন। আমিও যদি ওপরে যাই, আমিই আসবো। moving lotus.

পড়তে পড়তে মুখে পেন্সিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। হেসে বলে—আর আজ অঙ্ক কষবো না।

'এই দেখুন, কাননবালা এই রকম হাসে—না?'

বলে দেখায়—কপোত-কপোতী ধান খাবি আয়—হেঁ হেঁ—

সে সময় ওকে অজন্তার উজ্জয়িনীর মেয়েদের মতো সুন্দরী দেখায়। এলোচুলে জ্যোৎস্নারাত্রে নাচে—বলে আমায় ভূতে পাবে—হি—হি

এই দেখুন লাফিয়ে পগার পার হবো? হবো পার?

বকুলফুলের মালা কিছুতেই দেয় না।

বলে—একটা কাননবালা কিনবো—দেবেন তো কিনে? এই দেখুন কুঙ্কুমের টিপ দিয়ে। আজকাল কুঙ্কুম পরে। কাঁচপোকা—হি-হি—ও আবার পরে নাকি? এই শুনুন। বকুল ওকে ভালোবেসেছিল। তাই বিয়ে করলে না আর?

আপনি—চক্ষের বালি, চক্ষের বালি।

আপনাকে দেখতে পারিনে। দু চোখে। You are a bad man.

একদিন একটু আগে অনেকগুলি ফুল তুলে নিয়ে গেল। তারপর বাড়িতে মায়ের কাছে গিয়ে বই নিয়ে আসচে। সে খুব মায়-মেয়ে কাঁদতে লাগল। মা তার বই ছিঁড়ে দিয়েচে। তারপর দুপুরে প্রথমে কথাই বলে না। কিন্তু সামনে ঘোরে। বলে—যান কথা কইবেন না।

দুপুরে ঘুমুচ্চি—এক কল্কে তামাক নিয়ে একটা ছেলে হাজির। একটু পরে ও এল—এসে বল্লে—আমরা খেয়েচি, সে কিরে? তামাক খেলি যে?

তারপর কত গল্প। মা একটু ঘুমিয়েচে, তাই এসেচি। মা আমাকে খুব মেরেচে কাল। আমার পড়া আর হবে না। আপনি কিছু বলতে যাবেন না যেন। এবার এসে পর্যন্ত কি অত্যাচার আরম্ভ করেচি। অন্যায় আদেশ কেন শুনবো? পড়াশুনো আর হবে না। আস্তাকুঁড়ের... কি স্বর্গে যায়?

গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প। আমি বলি—তুই যা, তোর মা উঠবে সব শুনবে। ও বলে—শুনুক গে।

তারপর ওর মার সামনে বৈকালে বসে বসে কত সূর্য, চন্দ্রের গল্প শুনলে।

বল্লে—এ সব বড় ভালো লাগে। কখনো তো জানতাম না। সূর্যের মধ্যে কি আছে?মা বলেচে—তুই কুলের অঙ্গার না কি এই সব—হি-হি-হি হাসিসনে, হাসিসনে, হাসি শুনলে আবার রাগ করবে, আবার মার খাবি?

সাতভেয়েতেলায় পৈঠার ওপর বসে গল্প। যদি একা আমি থাকতুম আর আপনি?

মেয়েদের egotism, selfishness অত্যন্ত বেশি। Charity-র কাজ অনেক সময় স্বামীর ঘর লুকিয়ে, নতুবা সংসারে থাকে না শান্তি। পচা কাঁটাল ভাগ করচে সরিকে সরিকে—গাছ থেকে পড়েচে।